সমকাল

তারিখ 19 AUG 2016
পৃষ্ঠা 2 কলাম 6

বৃহস্পতিবার গণভবনে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার হাতে এইচএসসি ও সমমান পরীক্ষার ফলের কপি তুলে দেন শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ ■ পিআইডি

সবার শিক্ষার সুযোগ নিশ্চিত করা হবে : প্রধানমন্ত্রী

■ সমকাল ডেস্ক

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন, বাংলাদেশ একদিন শিক্ষিত মানুষের দেশ হবে এবং এ লক্ষ্য বাস্তবায়নে প্রত্যেক ছেলেমেয়ের শিক্ষার অধিকার নিশ্চিত করতে তার সরকার কাজ করে যাচ্ছে। তিনি বলেন, 'আমরা দারিদ্র্যমুক্ত বাংলাদেশ গড়ার জন্য কাজ করে যাচ্ছি। এ জন্য আগে সবার জন্য শিক্ষার সুযোগ নিশ্চিত করা দরকার।' গতকাল বৃহস্পতিবার গণভবনে এইচএসসি ও সমমানের পরীক্ষার ফল প্রকাশ উপলক্ষে অনুষ্ঠানে তিনি এসব কথা বলেন। সকালে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার কাছে শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ সব বোর্ডের চেয়ারম্যানদের সঙ্গে নিয়ে ফলের অনুলিপি হস্তান্তর করেন। শিক্ষা সচিব সোহরাব হোসেইন এবং শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা এ সময় উপস্থিত ছিলেন। খবর বাসস ও বিডিনিউজের।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, দেশের কোনো ছেলেমেয়েই শিক্ষার সুযোগবঞ্চিত থাকবে না। বঙ্গবন্ধু সুখী ও সমৃদ্ধিশালী বাংলাদেশ গড়ার কাজ শুরু করেছিলেন; কিন্তু ষড়যন্ত্রকারীরা তার সে উদ্যোগ সফল হতে দেয়নি। দৃঢ় অঙ্গীকার ব্যক্ত করে তিনি বলেন, আমরা বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের বাংলাদেশ গড়ে তুলবই তুলব। ছাত্রছাত্রীরা নিজেদের সন্ত্রাস, জঙ্গিবাদ ও মাদকমুক্ত রাখবে– এ আশাবাদ ব্যক্ত করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, তারাই তো আগামীর ভবিষ্যৎ, তারাই দেশকে আগামীতে নেতৃত্ব দেবে। এ জন্য এখন থেকেই তাদের যোগ্য হিসেবে গড়ে উঠতে হবে।

উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীদের অভিনন্দন জানিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন, আমাদের দেশের ছেলেমেয়েরা বিশ্বের অন্যান্য দেশের ছেলেমেয়েদের থেকে অনেক মেধাবী। আমাদের শুধু তাদের শিক্ষার সুযোগটা করে দিতে হবে।

প্রধানমন্ত্রী ফল নিয়ে সন্তোষ প্রকাশ করে বলেন, শিক্ষার্থীরা নিজেদের উন্নতির লক্ষ্যে মন দিয়ে লেখাপড়া করেছে বলেই তাদের ফল দিন দিন ভালো হচ্ছে।

এবার পাসের হার বাড়ায় আনন্দ প্রকাশ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'পাসের হার বৃদ্ধি পাচ্ছে, এতে আমি অত্যন্ত আনন্দিত। আরেকটু বেশি আনন্দিত যে আমাদের মেয়ে শিক্ষার্থী বেড়ে গেছে এবং তাদের পাসের হার বাড়ছে। তবে আমি মনে করি, ছেলেমেয়ে যে-ই হোক, সন্তান সন্তানই। এরা সকলেই শিক্ষার্থী। কিন্তু ছেলেদের আরেকটু পড়াশোনায় মনোযোগী হতে হবে। কারণ, ছেলেদের একটু বাইরে-বাইরে ঘোরা আর দুষ্টুমি করার দিকে বোধ হয় নজরটা বেশি থাকে... পড়াশোনা, বই নিয়ে বসে থাকা– এই সময়টা দিতে চায় না।' এ জন্য অভিভাবক ও শিক্ষকদের আরেকটু যত্নবান হওয়ার তাগিদ দিয়ে তিনি বলেন, 'সবাই ভালোভাবে পড়াশোনা করবে, পাস করবে– সেটাই আমরা চাই। বাচ্চারা দুষ্টুমি করবে, খেলাধুলা করবে... আমরাও চাই খেলাধুলার দিকে মনোযোগী হোক। পড়াশোনার পাশাপাশি খেলাধুলা, সংস্কৃতি চর্চা সবকিছুরই প্রয়োজন আছে। সবই চর্চা করতে হবে। কারণ, ফিটনেস একান্ত দরকার। কিন্তু সে সঙ্গে পড়াশোনা অবশ্যই করতে হবে।' পরীক্ষায় যারা পাস করতে পারেনি, তাদের আরেকটু মনোযোগী হওয়ার কথা বলেন তিনি।

শিক্ষাব্যবস্থার সম্প্রসারণে তার সরকারের গৃহীত বিভিন্ন পদক্ষেপের তথ্য তুলে ধরে প্রধানমন্ত্রী বলেন, দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলের ছেলেমেয়েরা যেন স্কুলে শিক্ষা লাভের সুযোগ পায়, সে লক্ষ্যে সরকার পদক্ষেপ নিচ্ছে। তিনি এ সময় হাওর ও পাহাড়ি এলাকার ছেলেমেয়েদের জন্য আবাসিক স্কুল গড়ে তুলতে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের প্রতি নির্দেশ দেন। পরে প্রধানমন্ত্রী ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে সুনামগঞ্জ ও কক্সবাজার জেলার ছাত্রছাত্রী-শিক্ষক এবং শিক্ষাসংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সঙ্গে মতবিনিময় করেন।